R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ.– জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৪৬ শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই বৈশাখ ১৪২১ ২২শে এপ্রিল ২০১৫ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

হতে পারে এলোমেলো পুরবোর্ড– সি.পি.এমের সাজানো বাগানে মড়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : আর মাত্র দু'দিন। তারপর আগামী পাঁচ বছরকার দখলে আসবে পুরবোর্ড আর জনমত যাচাই। ১৯৮০ থেকে ২০১৫ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর দাপটের সঙ্গে পুর পরিচালনায় কখনও সি.পি.আই, দখল ফরওয়ার্ড ব্লকে কখনও আর.এস.পি আবার কখনও কংগ্রেসী বন্ধুদের নিয়ে পুরসভা চালিয়েছে সি.পি.এম। তার প্রধান কাণ্ডারী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকেও ২০১০ সরতে হয়েছে। এবার তাঁরই ওয়ার্ড ১২ নম্বরে বিদ্রোহের শুরু একদা একনিষ্ঠ পার্টিকর্মী মোহন মাহাতোর কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে। পরে ইন্তেকাবসহ আরও দুই ব্রাঞ্চ সম্পাদকের নির্দল প্রার্থী হয়ে সি.পিএম.কেই বেগ দিচ্ছে। ফলে ভোটের 'হাওয়া মোরগের' মুখটা এবার কোন্ দিকে তা এখনও ঠাওর হচ্ছে না। এলোমেলো বাতাসে জঙ্গিপুরে পুরভোটের উত্তাপ (শেষ পাতায়)

পুরসভার লজ্জা––রঘুনাথগঞ্জ শহরে সবজি বা মাছ-মাংসের কোন স্থায়ী বাজার নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে এখন পর্যন্ত সবজি বা মাছ-মাংসের কোন স্থায়ী বাজার নেই। অথচ আর পাঁচটা মহকুমার থেকে এর গুরুত্ব বর্তমানে অনেক বেশী। যার সুবাদে দ্বিতীয় জেলা হিসাবে প্রাধান্য পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বছর আগে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে পুর কর্তৃপক্ষ সুপার মার্কেট নির্মাণ করে। সেখানে বাজার চালুও হয়। এলাকার চাষীদের উৎসাহে তরিতরকারী কেনাবেচাও শুরু হয়। কিন্তু বাজার জমতে না জমতেই স্বার্থের দ্বন্দ্বে শুরু হয়ে যায় ভাঙন। তদানীন্তন পুরবোর্ডের এক প্রভাবশালী কমিশনার তাঁর বাজারের স্বার্থ রক্ষায় পুর মার্কেট চালুর সব প্রচেষ্টা(শেষ পাতায়)

সিপিএম-তৃণমূলের সংঘর্ষে আহত-২

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ড দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতার লড়াই এ ১৯ এপ্রিল সিপিএমের জোনাল কমিটির সদস্য আনোয়ারুল আপলাক (বকুল) গুরুতর জখম হয়ে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হলে তাকে বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। অন্যদিকে তৃণমূলের রুহুল আমিনকেও ভর্তি করা হয়। সিপিএমের পক্ষ থেকে ওয়াখিল আহমেদ, আব্দুল সেখ ইত্যাদির বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ আনা হয়। (শেষ পাতায়)

ন্যায্য ওষুধের দোকানে অন্যায্য কারবার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের খিদিরপুরের ফাজাল সেখ অন্ত্ররোগে আক্রান্ত হয়ে ১২ এপ্রিল জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি হন। ডাক্তারী পরীক্ষার পর প্রেসক্রিপশন মতো ফাজালের ছেলে রাণা হাসপাতাল সংলগ্ন ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে ওষুধ কিনে আনলে ডাক্তার ওটি কম পাওয়ারের বলে জানান এবং নির্দিষ্ট পাওয়ারের ওষুধ আনতে বলেন। রাণা দোকানে গিয়ে তাদের গাফিলতির প্রতিবাদ জানালে দোকানের জনৈক কর্মী রহমত ওষুধ ফেরত নিতে রাজী হন না। ওষুধের কোন মোমোও দোকান থেকে দেয়া হয়নি। এই অবস্থায় রাণা উত্তেজিত হয়ে আলমারির একটা কাঁচ ভেঙে দেয়। দোকানদার থানায় ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তের নামে আলমারির ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করে দেয় ও এই ঘটনার সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত না, অন্য দোকানের কর্মী আরমান সেখকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে ৫ ঘণ্টা আটক করে পরে ছেড়ে দেয় বলে খবর।

ভোট পর্ব সুস্থ থাকুক

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৫ এপ্রিল ভোট চলাকালীন জঙ্গিপুর পুরএলাকার বুথগুলোতে কোলকাতার মত সন্ত্রাস চলবে কিনা––এই নিয়ে সচেতন ভোটাররা রীতিমত উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন বিভিন্ন দলের কর্মীরাও। এই উদ্বিগ্ন যাতে মানুষের মধ্যে না আসতে পারে, মানুষ যাতে স্বাভাবিকভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারেন, সে ব্যাপারে পুলিশ ও প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ও তৎপরতা অবশ্যই প্রয়োজন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

অতি মানবগণ লহ প্রণাম

আমাদের দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ আপনাকে আপনি বিরাট ভাবিয়া সকলেই সকলকে উপদেশামৃত বর্ষণ করিতেছেন। কেহই কাহারো দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইতে চাহেন না। তাঁহার অনুকরণ সকলে করুক ইহাই তাঁহারা চাহিতেছেন। তিনিই সকলের প্রণাম পাওয়ার যোগ্য ইহা মনে করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন। দাদাঠাকুর তৎকালীন যুগে এইরূপ মোহান্ধ নেতৃবৃন্দকে অতিমানব বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন--হে অতি মানবগণ, আমরা দূর হইতে তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা নানাগুণে বিভূষিত, মোহনভ্রান্তি বিশিষ্ট, আমাদের অপেক্ষা বহুল ধনমান যশযুক্ত। অতএব আমরা তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা একরূপে সভা মধ্যে, অপর রূপে গৃহ মধ্যে বিরাজিত। অতএব হে দ্বিরূপধারী তোমাদের প্রণাম করি। তোমাদের সত্ত্বগুণ বক্তৃতায় প্রকাশ, তোমাদের রজোগুণ রেলে ফার্ষ্ট ক্লাসে যাতায়াত ও নব জামাতৃ পোষাকে প্রকাশ, আর তোমাদের তমগুণ পরস্পরের গাত্রে নিক্ষিপ্ত কর্দমে প্রকাশ। অতএব হে ত্রিগুণাত্মক তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা অসৎকে দিবার ব্যবস্থা কর অতএব তোমরা 'সৎ'। তোমরা রাজনৈতিক সমরে 'চিৎ'। তোমরা স্ব স্ব ধামাধরা পরগাছাকুলের 'আনন্দ'। অতএব হে সচ্চিদানন্দ আমরা তোমাদের প্রণাম করি। 'ভুত' পুণ্যে অধুনা ডাণ্ডা সমর্থনে তোমরা পাণ্ডা, 'বর্তমানে সর্বঠাণ্ডা বারী সর্বশক্তিমানের পার্শ্ব শোভার গণ্ডায় আণ্ডাছাতা 'ডিটোমারা' অনুগৃহীত ভক্ত। ভবিষ্যতে তোমরা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া উপাস্যের গুণকীর্ত্তন করিবে আর আমাদের ত্যক্ত-নিষ্ঠিবন-বৎ দূরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিবে। অতএব হে ভুত বর্তমান ভবিষ্যত জয়ী তোমাদের প্রণাম করি। তোমরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। কারণ বহু লীগ, পার্টি, এসোসিয়েশন, মঞ্চ তোমাদের সৃষ্ট। তোমরা বিষ্ণু, কারণ চাঁদারূপ যণ্ডাদি তোমাদের কৃপা করেন। তোমরা শিব, কেন না তোমাদের সঙ্গে নন্দী-ভিঙ্গী ষণ্ডাদি চেলারা আছেন। অতএব হে ত্রিমূর্তি তোমাদের দূর হইতে প্রণাম করি। তোমরা দিবাকর, কেন না তোমরা উদিত হইয়া সকলকে পথ দেখাইতেছ। তোমাদের আলোকে আমাদের চোখ ফুটিতেছে। অতএব হে সূর্য্য, তোমাকে প্রণাম করি। তোমরা অগ্নি, কেন না ব্যাকরণ-দুষ্ট ভাষাও পরের ছেলের মাথা অবলীলাক্রমে হজম করিতে পার। অতএব হে বৈশ্বানর আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। তোমরা কখনও সহিংস, কখনও অহিংস নানা রূপ ধারণ কর। তোমাদের লীলা বোঝা ভার। অতএব হে লীলাময় ! তোমরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

পৌর নির্বাচনে পর্দার আড়ালে।

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

এবারের পৌর নির্বাচনে জঙ্গিপুরে বেশ কিছু বিশেষত্ব চোখে পড়ছে। মহকুমার ধুলিয়ানেও ভোট হচ্ছে। সেখানে ৬ মাস অন্তর ওলটপালট লেগেই থাকে। ম্যান আর মানির জোরে সর্বত্রই ভোট হয়। ধুলিয়ানের পরিকাঠামোটাই আলাদা। কখন কি হবে কেউ বলতে পারবে না। সকালে রাজা বিকেলে ফকির। জঙ্গিপুরে তা হয় না। বেশ কয়েকবছর ধরে মোটামুটি ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জী ওরফে মণিবাবুর পরবর্তীতে এখানে যেটা ভোট হয় তাকে মকফাইট বলা যেতে পারে। আগেই ঠিক হয়ে যায় ভাগ বাঁটোয়ারার শর্ত, তারপর ভোটে 'লড়াই' হয়। পরমেশ পাণ্ডে এতটা ছক্কা পাঞ্জার মধ্যে না থাকলেও তাঁর আমলেই "হয়না" বলে অভিধানের শব্দটা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সব হয়। ৬০ বছরের প্রৌঢ় রাতারাতি ৩৫ বছরের যুবক হয়ে যায়। এবারো লড়াই হচ্ছে মকফাইট পদ্ধতিতে। প্রায় তিনটে টার্ম চলে গেল। একমাত্র প্রতিবাদী নেত্রী শ্রীরাধাকেও হজম করেছিল কুমিরেরা। মাত্র ৮/১০ জন নিয়ে তাঁর "তীব্র আন্দোলন" শীতের রোদের মত উপভোগ করেছিলেন ভট্টাচার্য্যবাবুরা। পুলিশই ছিলনা, দরকার ও ছিলনা। তার কিছুদিন আগেই বিজেপির 'বন্‌ধ' যাতে না হয় তার জন্য বেশ কিছু কর্মচারী আগের রাতে পৌরভবনের ভেতরে থেকে যান এবং পরদিন অফিসে যোগ দেন। প্রচুর সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী মেরে ভাগিয়ে দেয় বিজেপিকে। দু'জনের ক্ষেত্রে দু'রকম ব্যবস্থা শহরে দীর্ঘদিন আলোচনা হয়েছিল। এবারের ভোটে পর্দার ওপারে উঁকি দিলেই ভেসে আসছে আর এক চিত্র, রাবণ বিড়ির আগুনটা এগিয়ে দিচ্ছে রামের দিকে ! আবার সীতার প্লেট থেকে ছ্যানাবড়া তুলে নিল মেঘনাদ ! ব্যাপারটা সেইরকমই। জোর আলোচনা দুই পাড়ের দোকানে, রাস্তার মোড়ে, সেই জাতপাতের রাজনীতি, যা গতবারই মাথা চাড়া দিয়ে অনেকের দাবার চাল বানচাল করেছিল, এবার তা বিশাল বটবৃক্ষে পরিণতি লাভ করেছে। জাতপাত নিয়ে মডেল কোড অব কণ্ডাক্ট এর ১ম ধারাকেই বুড়োআঙ্গুল দেখানো হলো। এবার বামবোর্ড হোক আর ডানবোর্ড, চেয়ারম্যান যেন "আমাদের হয়"। এ ব্যাপারে গুজব রটেছে মোজাহারুল সাহেব আর মঞ্জুর সাহেব নাকি জোট বেঁধেছেন। আমাদের অবশ্য বিশ্বাস হয় না। এক দুর্মুখ দাদা বলেই দিলেন--যা বলছি ২৮ এর পর মিলিয়ে নেবেন ভাই। ভট্টাচার্য বাবু পার্টির সব সময়ের কর্মীকে কোথাও ছাঁটবাট করে কাছের মানুষটাকে টিকিট দিয়ে যে আধিপত্য বিস্তার করার জাল ফেলেছেন, তাঁর ঘরের কিছু লোকই সে জাল ছিঁড়ে রেখেছে। টান বেশী দিলেই ফুরুৎ ! তৃণমূলের বাজার এখানে খারাপ। সাকুল্যে ৩/৪টা জঙ্গিপুর পাড়ে হতে পারে। রঘুনাথগঞ্জে সম্ভবতঃ মহারথী পতনের রেকর্ড হতে পারে। হতে পারে নবীন তারুণ্যের জয়। কংগ্রেসের জন্য

(শেষ পাতায়)

নোতুন বছর-নোতুন পথ

মানিক চট্টোপাধ্যায়

বাংলা নোতুন সাল। ১৪২২। মৌনীতাপস বোশেখের পথ চলা। পেছনে পড়ে থাকলো ১৪২১। অনেক কথা। অনেক যন্ত্রণা। অনেক ক্লেদ। শিল্প-শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্বাস্থ্য-ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই তথৈবচ। রক্তাক্ত। কলুষিত। কামদুনি থেকে রানাঘাট হাড় হিম করা ধর্ষণ। আকাশছোঁয়া জিনিসপত্রের দাম। 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'। রবি ঠাকুরের কবিতায় এটা সকলেই জানেন। আজ আমাদের 'নবান্ন' যেন অচলায়তন। চাষীরা ফসলের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত। জমিতে পড়ে সার সার মৃতদেহের মত আলুর বস্তা। অসহায় ঋণপ্রস্থ চাষীরা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়ে। অথবা গলায় ঢেলে দেয় তীব্র কীটনাশক হলাহল। পাশাপাশি বন্ধ চা বাগানে বুভুক্ষু শ্রমিক পরিবার। এর মধ্যেই মানুষ পথ হাঁটে। প্রেম-ভালোবাসা জমায়। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু আলোর মুখ দেখে। ১৪২১ এর চৈত্রের অবসান এসবের মধ্যেই ঘটে গেল। বোলানের গান--গাজনের ঢাক জানিয়ে দিল বছর শেষ। চড়কের পাটা চক্রের মত ঘুরলো বন্ বন্ করে।... কীট পতঙ্গ পশুপক্ষীরা কলকল করে উঠল। সাপেরা গর্তের মধ্যে পাক ঘুরে ফণা তুললে। জন্তু-জানোয়ার গা ঝাড়া দিলে। তারাও জানলে বছর শেষ হল। তারাও প্রণাম জানালো--শিবো হে, কালারুদ্ধ হে।' (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা) একা লোকায়ত বিশ্বাস। শিবভক্তরা এখনও এটা মানেন। তাই চৈত্র মাসের শেষদিনগুলি মেতে থাকে বোলান-গাজন-গাম্ভীরার লোকায়ত সুরে। এসবের মধ্য দিয়েই আমরা পা দিলাম ১৪২২ এ। ১লা বৈশাখের হালখাতা দিয়ে শুরু হয়েছে নোতুন বাংলা সাল। লাল শালুর মোড়কে হালখাতার। সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। রঙিন কার্ড। মিষ্টির প্যাকেট। গার্ডার দেওয়া ক্যালেণ্ডার। কোথাও বা পদ্মপাতায় বোঁদে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জেলার প্রখ্যাত লেখক আবুল বাশারের বর্ষবরণের উপর একটি লেখার কথা মনে পড়ছে।

'ছেলেবেলায় নববর্ষ আসত সন্ধ্যামণি ফুলের রঙের হালখাতার কার্ডের আমন্ত্রণে। আমের বউলে। পয়লা বৈশাখের দিনেও বাতাসে বাসন্তী আলো খেলা করত।' একবার তিনি (বাশার) তাঁর বাবার কথা মত গ্রামের অর্জুন সাহার দোকানে হালখাতা করতে গেছেন। হাতে পেয়েছেন মেঠাই এর প্যাকেট আর ক্যালেণ্ডার। বাড়ি এসে দেখেন ক্যালেণ্ডারে বালক গোপালের নীলরঙের হামাটানা ছবি। সঙ্গে একটা সুন্দর আড়বাঁশি। এই ক্যালেণ্ডারটা দোকানে পাল্টিয়ে নিয়ে আসবেন কিনা এ বিষয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন। মায়ের উত্তর কী সুন্দর !

'মা বললে, তা কেন ! বালক গোপাল, ঠাকুর তো কী, কী সুন্দর আর দুষ্টু বাচ্চা ! টাঙিয়ে দে বাপ !'

'এই হল নববর্ষ। ধর্মের গন্ধমাখা আশ্চর্য ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি।' বাংলা নোতুন সালে আমরা যেন এই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির সড়কে চলতে পারি। মানুষ যেন মানুষের কথা ভাবে।

আসন্ন জঙ্গিপুর পৌরসভা নির্বাচনে

১৫ নং ওয়ার্ডে বামফ্রন্ট মনোনীত সি.পি.আই.(এম) প্রার্থী
বিশিষ্ট আইনজীবী ও কাজের মানুষ কাছের মানুষ

কমঃ সুবীর রায় -কে

কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিন

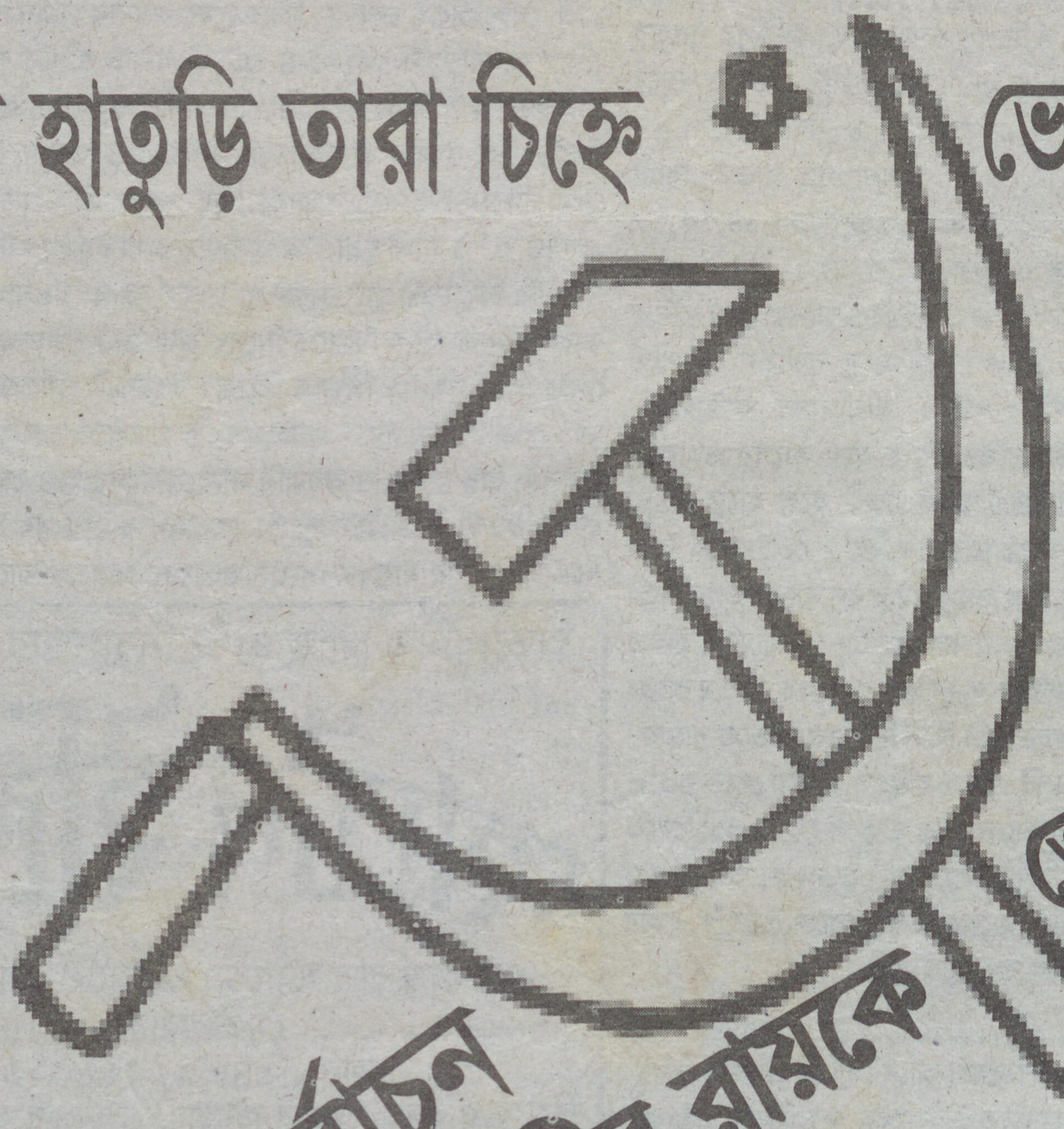

পুর নির্বাচন
কমঃ সুবীর রায়কে ভোট দিন

পাড়ায় পাড়ায় বাঁধুন জোট
কাস্তে হাতুড়ি তারায় সব ভোট

বামফ্রন্টের পক্ষে রণজিৎ রায় কর্তৃক প্রচারিত

জঙ্গিপুর পুরসভার লজ্জা .....(২ পাতার পর)

বানচাল করে দেন। পরবর্তীতে পুরবোর্ডের কারসাজিতে বিভিন্ন জনে নামমাত্র টাকায় ঘরগুলো বন্দোবস্ত নিয়ে নিজেদের দখলে রেখে দেন। আজ সেখানে সদরঘাট সুপার মার্কেটের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন কয়েকজন ব্যবসায়ী। অথচ সেদিনের রঘুনাথগঞ্জ আর আজকের রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ফরাক্কা এন.টি.পি.সি., ফরাক্কা অম্বুজা সিমেন্ট কারখানা, সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট, সোনারবাংলা সিমেন্ট কারখানা, প্রণব মুখার্জীর দৌলতে প্রায় ডজন খানেক ব্যাঙ্ক এখন রঘুনাথগঞ্জকে ঘিরে। এছাড়া জাতীয় সড়ক উন্নয়নের প্রয়োজনে বড় বড় ঠিকাদারী সংস্থা, বিড়ি শ্রমিকদের পি.এফ. অফিস, আলিগড় মুসলিম বিশ্ব বিদ্যালয় আজ ভিড় করেছে রঘুনাথগঞ্জ শহর ও তার আশপাশ এলাকায়। কিন্তু শহরে সবজি বা মাছ-মাংসের বাজার বলতে পুরসভার ১৭ও১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক চিলতে রাস্তায় দু'ধার আর জমিদারী আমলের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মাছের বাজার। সেখানে রবিবার বা ছুটির দিন মানুষের চাপে ঢোকা দায় হয়ে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে অজস্র লোক শহরে ভিড় করলেও সন্ধ্যেয় এখানে সবজি বা মাছ-মাংসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাজারের স্বপ্ন আজও স্বপ্নেই থেকে গেছে। এর মধ্যেই পুরসভার পথ ঘিরে বসে থাকা সবজি বিক্রেতাদের কাছ থেকে জোরজুলুম তোলাও আদায় চলছে। শহরের পরিধি ছাড়িয়ে গেলেও সেই মান্ধাতার ফুলতলায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক চিলতে বাজার বা সদরঘাটে সন্ধ্যের দিকে দু'চারজন মাছ বিক্রেতা পসরা সাজিয়ে বসে থাকেন এই পর্যন্ত। ষ্টোডিয়াম তৈরীর পাশাপাশি শহরের ইজ্জত রক্ষায় স্থায়ী সবজি ও মাছ-মাংসের বাজার নির্মাণে দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণে রাখা সিপিএম বোর্ড কেন উদ্যোগ নিল না। কেন অন্যান্য খাতে টাকার হরির লুঠ হয়ে গেল--এর কৈফিয়ৎ তো আজ আপনারা নিতেই পারেন।

এলোমেলো পুরোবোর্ড.....(১ পাতার পর)

থাকলেও বেশীরভাগ মানুষের অভিমত তিশঙ্কু বোর্ড হবে। জঙ্গিপুর পাড়ের ১৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২,৩,৪,১০,২১-এ এগিয়ে বামফ্রন্ট, ১,৬,১১ নম্বরে তৃণমূল ভালই ফাইট দিচ্ছে। ৫,৭,৯-এ কংগ্রেস। ৮ নম্বরে সি.পি.এম বিরোধী সম্মিলিত প্রার্থী। ১২ নম্বরে বি.জে.পি। রঘুনাথগঞ্জ পাড় বরাবরই সি.পিএম বিরোধী। ১৬,১৭,১৯ ও ২০তে এগিয়ে তৃণমূল। ১৪,১৫,১৮ নম্বরে এগিয়ে কংগ্রেস। ১৩ নম্বরে এগিয়ে সি.পি.এম। এটি শুধুমাত্র ভোটারদের সঙ্গে কথা বলে এই সমীক্ষা। এর বাইরেও অনেক কিছু ঘটতে পারে। পতন হতে পারে মহীরূহদেরও। সমীক্ষায় বর্তমান পুরপতি মোজাহারুল, বিরোধী দলনেতা সমীর পণ্ডিত, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার বিকাশনন্দকে এগিয়ে রাখলেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তাদের ওয়ার্ডে। বি.জে.পির গত নির্বাচনের তুলনায় ভোট প্রাপ্তি বেশী হলে হাতে গোনা আসন পেতেও পারে। বরং ৯,১২,১৭ নম্বরে তাদের প্রার্থীদের ভোটপ্রাপ্তির উপর কংগ্রেসের শান্তা সিংহ, মোহন মাহাতো এবং তৃণমূলের বাবলু দাসের ভাগ্য নির্ভর করছে। তাই শেষ মুহূর্তে 'হাওয়া মোরগ' এর অভিমুখ ত্রিশঙ্কু বোর্ডেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর বোর্ড ত্রিশঙ্কু হলে পুর রাজনীতিতে ধুরন্ধর তৃণমূলের গৌতম রুদ্রের হাতে থাকবে সেই বোর্ডের চাবিকাঠি। তবে যদি তিনি নির্বাচনে জিততে পারেন। তাই ২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি ওয়ার্ডে কংগ্রেস এগিয়ে থেকে ২০১০ এর পুর নির্বাচনে মাত্র ৬টি আসন নিয়ে তাদের শান্ত থাকতে হয়। ২০১১ থেকে সারা রাজ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের পর সি.পি.এমের যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদ তথা জঙ্গিপুরে, তার প্রভাব না পরলেও এবার পুরভোটে সি.পি.এমের 'সাজানো বাগানে' মড়ক লাগারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

সিপিএম-তৃণমূল .....(১ পাতার পর)

তৃণমূল সিপিএমের ১৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। পুলিশ একজন ঢপের দোকানদারকে তুলে আনে। পুলিশের পক্ষপাতিত্ব ও তৃণমূলের অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ২০ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ জানানো হয় সিপিএমের পক্ষ থেকে।

পৌর নির্বাচন .....(২ পাতার পর)

ভাবনার কিছু নেই। সিপিএম দাদা খাঁচার দরজা খুললেই, ডাকবার আগেই ওরা সুড় সুড় করে ঢুকে পড়ে। বেরই তো হয়নি, নতুন করে ঢোকার কি আছে। অধীরবাবু যখন সি.পি.এম-এর বাপান্ত করছেন তখন মুখ টিপে হাসছিলেন কমরেডরা। বহরমপুর যাতে ঠাণ্ডা থাকে তার জন্য জঙ্গিপুরে 'নো ঝগড়া !' নাহলে গত ১৫/২০ বছরে একটাও বাম বিরোধী আন্দোলন হল না জঙ্গিপুর পৌরসভায়। সমস্ত সভায় শান্তভাবে চেয়ারম্যানের বেআইনী প্রস্তাবেও সই করে এলেন বিকাশ নন্দ, সমীর পণ্ডিত, মনীষা রুদ্ররা। তাঁদের স্বাক্ষরের প্রতিলিপি চেয়ারম্যানই বিজেপিকে এক চিঠির উত্তরে পাঠিয়েছিলেন। এরপরও কি আপনি বলবেন--এই তৃণমূল দিদির তৃণমূল ? এই কংগ্রেস দাদা অধীরের কংগ্রেস ? কংগ্রেস বা তৃণমূল কোথাও লেখেনি বামেদের কেচ্ছা বা তাদের বিরুদ্ধে একটা কথা, তার মানে ওরা যা করছে তাতে আমরা আছি। বাজারে শোনা যাচ্ছে ৪০ জনের চাকরীর প্যানেলে সি.পি.এম. এর বহু দরদী কর্মীসহ যোগ্যতমদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসের কাউন্সিলারদের আত্মীয় পরিবারের নাম আছে। তার জন্যেই বোধহয় নানা নন-ফরম্যাল স্কুলগুলোতে ঐ দলেরই নেতাদের বৌ-ঝিদের চাকরী ! পাটির ক্যাডাররা আঙ্গুল চুষছে। রিটার্ণিং অফিসার থেকে নির্বাচন কমিশন কেউ জানবেনা, নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলা হয়ে গেল। বাম বিরোধীরা ভোট দেবেন কংগ্রেসের হাতে আর বামেরা তো ভোট দেবেনই কেদে হাতুড়িতে। গিলি গিলি গো-করে পাশ করার পর ওরা একজোটে বোর্ড করে দুয়ো দেবে বিজেপিকে। বিজেপি যদি ২/৪টা ওয়ার্ড পেয়ে যায় তাহলে পর্দা ফাঁস হতে পারে। তবে ভাষা সন্ত্রাস ও উস্কানী চলছে ১২,১৩ এবং ১৭তে। ভোটের আগে মারপিঠ শুরু হয়েছে ১-এ, গোলাগুলিও চললো। সিপিএমের অবদান হার্মাদ দিয়ে সন্ত্রাস করানো এবার বুমেরাং হল ১-২-৩-৪-এ। ঐ চারটি ওয়ার্ডে পুলিশী সন্ত্রাস করে শাসকদল মাঠ ফাঁকা করে দিয়েছে। শিগ্রি ১২-১৩,১৫ তে সি.পি.এমের মদতে এবং ১৭তে শাসকদলের মদতে বড় কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ১৭তে শাসকদলের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। স্বয়ং এস.ডি.ও. ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের সাত দিন আগে লিখিত দিয়েও সরকারি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে শাসকদলের হোর্ডিং নামানো যায়নি, অথচ তারাই অন্যদেরকে টাঙাতে নিষেধ করছেন। পুলিশও মাইকের অনুমতি দিতে গিয়ে দুমদাম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কয়েকটি ওর্য়াডে বড় বড় নেতারাই বুথ এজেন্ট হয়ে ঢুকে থাকছেন কি মতলবে কে জানে। তাই প্রকৃত জনতার রায় রুপিয়ার ঝন্‌ঝনি দাবিয়ে মদের আর চোলায়ের পচা পুকুর থেকে কতটা উঠে এসে সূর্যের মুখ দেখবে বলা খুব মুশকিল। ২০ বছর ধরে জঙ্গিপুরের মানুষ দেখছেন ওস্তাদের মার শেষরাতে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে) পোঃরঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।